দৈনিক যুগান্তর

তারিখ ... 23 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

প্রসঙ্গ কথা

ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রলীগ

ছাত্র রাজনীতির অতীত ও ভবিষ্যৎ

জামাল উদ্দিন জামাল

বিশ শতকের প্রথম দিকে বিপ্লবী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা দৃশ্যমান হয়ে উঠে আমাদের ভূখণ্ডে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র রাজনীতির কিছুটা প্রসার ঘটে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের সঙ্গে এদেশের নির্বাচন ও দলীয় রাজনীতির গোড়াপত্তন ঘটে। সে সময় ছাত্ররাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ছাত্র রাজনীতি আরো এগিয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী ফজলুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ছাত্র সমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। তারই ফসল '৫২-এর ভাষা আন্দোলন। যে আন্দোলনে ছিল না কোন দলীয় নেতৃত্ববৃত্তি। ছিল না কোন দলের প্রভাব। সেই ছাত্র রাজনীতি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিছিলের উত্তাল তরঙ্গ। কোন লোভ-লালসা ছাত্র নেতাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। তাদের মধ্যে ছিল আদর্শ, দেশপ্রেম ও জনকল্যাণ। সেই আদর্শ বুকে ধারণ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে বহুবার। দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের জন্য অনেকেই নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। রাজনীতিবিদরাও ছাত্রদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতেন না। পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী বুলেট দিয়েও তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারেনি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে এদেশের ছাত্র সমাজ। ১৯৬২ সনেও শরীফ কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্র সমাজ। দলীয় কর্মসূচীর জন্য অপেক্ষা করে না তারা। সেই ধারাবাহিকতায় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ছাত্র সমাজের ভূমিকার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সে সময়ে শিক্ষকদের ভূমিকাও ছিল ইতিবাচক। শিক্ষকদের ভিতর একটা আদর্শ কাজ করতো। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির সেই গৌরবান্বিত ইতিহাস বর্তমান ছাত্র সমাজ ধরে রাখতে পারছে না। আজকের ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। স্বাধীনতা পূর্বকালে যারা ছাত্র সাজ্জের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ছাত্রনেতা থাকা অবস্থায় কোটিপতি, কোটি টাকার গাড়ী বা টেন্ডারবাজি তো দূরের কথা দুর্নীতির কালিমা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। স্বাধীনতা উত্তরকালেও ছাত্র রাজনীতিতে অনেক সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু তারা ক্যাডারভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির কারণে আড়ালে চলে গেছেন।

সম্প্রতি নেতৃত্বের কোন্দল এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ রাজীবকে প্রাণ দিতে হলো। স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। অনেক মেধাবী ছাত্রের জীবন চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শ্যামল চত্বর রক্তাক্ত হয়েছে বহুবার। অনেকেই পঙ্গুত্ব নিয়েও অতি কষ্টে বেঁচে আছে। এটা শুধু যে বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে হচ্ছে তা নয়। কম বেশী সব সরকারের আমলেই হয়েছে। তবে জাতীয় পার্টির শাসনামলে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এবং বর্তমানে মহাজোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশী হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বাধীনতা পূর্ব ছাত্র রাজনীতির গৌরব গাথা ইতিহাস এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা চির বিদায় নিয়ে সন্ত্রাসী নামক দানব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তবে স্বাধীনতার পরে ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে আমাদের কিছুই অর্জন হয়নি, একথাও বলা যাবে না। কেননা, প্রতিটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কিছু নেতৃত্বও বেরিয়ে এসেছে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। একথাও সত্য যে, সে সময় এরশাদের কোন ছাত্র সংগঠন ছিল না।

এবারে মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া একটি আলাদা প্রেক্ষাপট। এখানে ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রলীগ। অন্য কোন ছাত্র সংগঠন প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, হাইকমান্ডের নির্দেশও অমান্য করে চলছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে প্রধান অতিথি সেই সভায়ও চেয়ার মারামারি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। কোন কিছুই তারা মানতে রাজি নয়। প্রয়োজন তাদের আধিপত্য বিস্তারের। প্রয়োজন টেন্ডারবাজি করা। তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর কঠিন হুঁশিয়ারি দেয়ার পরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে। বিপথগামী এই জাতীয় ছাত্র রাজনীতি ঠেকাতে সরকার ছাত্ররাজনীতি ছয় মাসের জন্য স্থগিত করতে পারে। সম্প্রতি একটি জাতীয় পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। বর্তমান ছাত্রলীগ যা করছে, সেটা এই ছাত্র সংগঠনের অতীত ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকেই ছাত্র রাজনীতির ধারার পরিবর্তন চায়। অনেকেই ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। ৪ দলিলের অন্যতম একজন নুরে আলম সিদ্দিকী একটি সেমিনারে বলেছেন, "আমার ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস সবাই জানেন। আমার সম্পর্কে আর বলতে হবে না। কিন্তু আমি আমার মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর সময় বলে দেই, যা ছাত্র রাজনীতির কাছেও যেও না। কারণ অবক্ষয়।"

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার ছাত্র সংগঠন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ক্ষমতায় থাকাকালীন '৯৬ সালে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। জনাব এরশাদের উদ্দেশ্য যতো ভালই থাকুক না কেন অন্য রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখেনি বা বিলুপ্ত ঘোষণাও করেনি; বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরশাদবিরোধী মুভমেন্টে জোরদার হয়। সকল ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ খালি মাঠ পেয়ে গেল। তারা হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য। এইচ এম এরশাদের চিন্তা-ভাবনা ফল গঠনমূলক। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট হতে পারে, সেজন্য তিনি ছাত্রদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ব্রিগেড নামক একটি প্রকল্পও হাতে নিয়েছিলেন। এই প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চান্সেলর উপদেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে একটি সাপ্তাহিক 'শিক্ষাঙ্গন' নামক একটি পত্রিকাও বের হতো। গ্রীষ্মকালীনসহ বিভিন্ন ছুটিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ থাকবে, সেই সময় মেধাবী ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে তার আর্থিক সচ্ছলতা আসবে অন্যদিকে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিবে এমনভাবে তাদের ক্যারিয়ার তৈরী করা। কিন্তু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগের পর পরবর্তী কোন সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি আর ধরে রাখেনি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের এই উদ্যোগটি ভালই ছিল।

বর্তমান ছাত্র রাজনীতি যেভাবে চলছে এটাকে আর ছাত্র রাজনীতি না বলে পেশীশক্তির রাজনীতিই বলা ভালো। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটা নীতি ও আদর্শ থাকা দরকার। ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রলীগের বিরাজমান সাংঘর্ষিক অবস্থা সম্পর্কে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশনের কিছু করার আছে কিনা, জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রী ও ফাউন্ডেশনের নেতা শেখ শহিদুল ইসলাম বলেন, "ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশন একটি নন-পলিটিক্যাল সংগঠন। কিছুই করার নেই। আর এগুলো যা হচ্ছে তা ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। ছাত্রলীগ নেতা রাজীবকে খুন করেছে একজন বহিরাগত।

এ কথা সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, ছাত্রজীবনে লীডারশিপ অন্যতম প্রশিক্ষণ। আর সেই সৎ, মেধাবী, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যদি ছাত্ররা গঠন করতে না পারে ভবিষ্যতে জাতীয় নেতৃত্বে সংকট দেখা দিবে। আর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিল্ড আপের জন্য কয়েকটি সুপারিশ হলো : ১। ছাত্রত্ব শেষ হলে এবং কোন ব্যবসায়ীকে ছাত্রনেতা করা যাবে না। ২। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ৩। ছাত্ররা কখনো ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হবে না। ৪। ছাত্র সমাজকে তাদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। কেবল দেশ ও জনগণের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো ভূমিকা পালন করতে হবে। ৫। দেশ পরিচালনা অথবা জাতীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য নিজেদের তৈরী করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন সততা ও জ্ঞান অর্জন। ৬। শিক্ষকদের রাজনৈতিক দৃষ্টি, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষক সমাজকে দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্রের প্রতি সমআচরণ করতে হবে।